DEC. 26 2001

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভা

১৬টি সরকারী মেডিকেল কলেজে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করা হয়েছে। ভর্তির যোগ্যতা এসএসসি এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ ছাড়া কমপক্ষে ১২০০ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। ১৯৯৮ সালের পূর্বে এসএসসি পাস প্রার্থী আবেদন করতে পারবে না। আসনসংখ্যা মোট ১৪৫০ (যার মধ্যে ৭০% জাতীয় মেধা ভিত্তিতে এবং ৩০% জেলার জনসংখ্যা ভিত্তিতে কোটা অনুযায়ী, জেলা মেধা ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে)। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ৪০টি। ভর্তি ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারী ২০০২ এবং ভর্তির লিখিত পরীক্ষা ১৮ জানুয়ারী ২০০২। প্রকাশিত এই তথ্য হতে জানা যায় যে, এবার ভর্তির যোগ্যতা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রাপ্ত মোট নম্বর ১২০০ নির্ধারণ করা হয়েছে যা পূর্বের বছরগুলোতে আরো বেশী ছিল। তাছাড়া আসনসংখ্যা ১৩৫০ থেকে ১৪৫০ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রাপ্ত নম্বর সংখ্যা যেমন হ্রাস করা হয়েছে, আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা কর্তৃপক্ষের এ দু'টি পদক্ষেপকেই স্বাগত জানাই। তবে ১শ'টি আসন বৃদ্ধি করা হলেও সেখান থেকেও ৩০টি আসন বাদ যাবে। অন্ততঃ দেড়শ' আসন বৃদ্ধি করা হলেই আরো কিছু প্রার্থী উপকৃত হতে পারত। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যও পর্যাপ্ত সময় দেয়া উচিত। একই দিনে মেডিকেল ও বিআইটিতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ হওয়ায় উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু পরীক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই যে কোন একটি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। বিষয়টি কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনায় রাখবেন বলে আমরা আশাবাদী।

কিন্তু আমরা অবাক হয়েছি কর্তৃপক্ষের একটি পদক্ষেপের কথা জেনে এবং তা হচ্ছে ভাইভা পুনঃ প্রবর্তন। মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ভাইভা যত দিন চালু ছিল, তা প্রত্যাহার করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলন-প্রতিবাদের কথা কারো অজানা নয়। পরে কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ায় ভাইভা পদ্ধতি তুলে দেয়া হয় এবং বিগত বছরগুলোতে সেই বিতর্কিত, সমালোচিত ও নিন্দিত ভাইভা না থাকায় মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে তেমন কোন গুরুতর অভিযোগ-বিতর্ক দেখা দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে আবার ভাইভা প্রবর্তনের প্রয়োজন কেন অনুভূত হলো, তা বোধগম্য নয়। ভাইভা-মৌখিক পরীক্ষার কুফল বা পরিণতি সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই না। কেননা এই প্রথার অগ্রহণযোগ্যতার কারণেই তা বর্জন করা হয়েছিল, এর পুনঃ প্রবর্তন কোন যুক্তি-প্রমাণেই সমর্থনযোগ্য নয়। পূর্বে গতানুগতিক ভাইভা চালু থাকলেও তাতে কোন নম্বর ছিল না এবং লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণকে কেবল জিজ্ঞাসাবাদ করেই ভর্তি করা হতো। অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত হলেই ভর্তির বিষয়টি ছিল নিশ্চিত। পূর্বে ভাইভা-মৌখিক পরীক্ষাকে রীতিমত প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল বলে এটি বর্জন করার দাবী উঠেছিল। এখনও ঠিক একই কথা, মৌখিক পরীক্ষা ভীতি হতে পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করতে হবে। মেডিকেলের শিক্ষক মহল থেকে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ভাইভাকে দুর্নীতি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। মৌখিক পরীক্ষা নম্বরমুক্ত হলে তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়, যেমন বিগত সময়ে ছিল। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর থাকার অর্থ একজন ছেলে বা মেয়ে যত মেধাবীই হোক না কেন, তার ভর্তির ব্যাপারটি কেবল মৌখিক পরীক্ষার ওপর ছেড়ে দেয়া। মৌখিক পরীক্ষায় কুড়ি নম্বরের মধ্যে এক বাড়িয়ে দেবার অর্থ পঁচিশ বা এক হাজার জনের আগেপিছে চলে যাওয়া যা ভাইভার মাধ্যমে সহজে করা সম্ভব। কঠোর পরিশ্রম-সাধনার পর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যদি কোন ছেলে বা মেয়ে ভাইভা-মৌখিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। আমরা কেবল মেডিকেল কলেজে ভর্তিক্ষেত্রে ভাইভার কথা বলছি না, লিখিত পরীক্ষায় পাস করলে ভাইভার শর্ত আরোপিত থাকা উচিত নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোন পরীক্ষা, এমনকি লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে চাকরির ক্ষেত্রেও ভাইভা থাকা অনুচিত। অতএব, আমরা বলতে চাই যে, মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় ভাইভার জন্য কুড়ি নম্বর নির্ধারণ ব্যবস্থা বাতিল করে সেই কুড়ি নম্বর লিখিত পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। আমরা আশা করব, কর্তৃপক্ষ বিষয়টি উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে ভাইভা বর্জিত পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।